মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৩ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ জন এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ১ আসামি রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৪ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৪ আসামি রয়েছে।

সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ জন এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৩

আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ভেজাল গুড়ের কারখানায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান ও জরিমানা

আখের গুড়ের সাথে চিনি, আটা, হাইড্রোজ, ফিটকারি, সোডা, চুন, ডালডাসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রাতের আঁধারে তৈরি হচ্ছে নকল আখের গুড়।

গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় এমনিই দুইটি কারখানায় অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে (২১ সেপ্টেম্বর) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার খোকসায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া কার্যালয় সুত্রে জানা যায়, খোকসা উপজেলা সদরের ডাকবাংলো মোড়ে দিলীপ ট্রেডার্স ও কালিবাড়ি রোডস্থ মাতৃ ভান্ডার নামের ভেজাল আখের গুড় তৈরির কারখানায় অভিযান চালানো হয়। নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসাবে

ভোক্তাদের প্রতারক,খাদ্যের ভেজাল মিশ্রিত ও জেনে-বুঝে মানুষের জীবননাশে ভেজাল খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণের অপরাধে নিত্যগোপাল এর দোজালিতে অভিযানে দেড় লাখ টাকা ও দীলিপ ট্রেডাস কে ১ লাখ টাকা মোট আড়াই লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি বেশকিছু মালামাল ধংস করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় খেজুর গুড় তৈরিতে সুনাম রয়েছে। এই গুড় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। আর এই সুনামকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল গুড় তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করছে।

তিনি আরও জানান, এই নকল গুড়ে এমন সব রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানবদেহের জন্য মারাত্মাক ক্ষতিকর। এই গুড় খেলে দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাসহ তৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুও হতে পারে। আর এই নকল গুড় তৈরিতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। কারখানা গুলো একেবারে বন্ধ করতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হবে বলেও জানান তিনি।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা সেনেটারী ইন্সপেক্টর সুলতানা রেবেকা ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষ’র নমুনা সংগ্রহকারী শান্তনা পারভীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৩ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে আজ বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

এসময় মাদক উদ্ধার ও মারামারির ঘটনায় ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে গ্রাম্য সালিশে একজনকে নির্যাতন ঘটনায় ৩ মাতব্বর গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীর বানিয়াপুকুর গ্রামে চুরির অপবাদে গ্রাম্য সালিশে বিচার করে জুবায়ের হোসেন (৪০) নামের একজনকে বেদম মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে এবং এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

নির্যাতনের শিকার জুবায়ের হোসেন ষোলটাকা গ্রামের আইয়ুব হোসেনের ছেলে। আহত জুবায়ের হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জুবায়ের বাদী হয়ে ৮জনকে নামীয় ও আরো ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে গাংনী থানায় মামলা করে। গাংনী থানা পুলিশ গ্রাম্য মাতব্বর শরিয়তসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য দুজন আসামী হচ্ছেন- শহিদুল ইসলাম ও রাশেদুল ইসলাম বিদ্যুত। তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আহত জুবায়ের হোসেন জানান, তিনি সোমবার রাতে বানিয়াপুকুর গ্রামের পাশে নিজ পুকুর পাড়ে মাছ পাহারা করছিলেন। এসময় গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে আলাল, আচেল উদ্দীনের ছেলে রবিউল ও মোজাফের ছেলে আজাম্মেল ওই জুবায়ের হোসেনকে বেধড়ক মারপিট করে। এতে

জুবায়ের হোসেনের দুই পা হাত ও পিঠে জখম হয়। পরে তারা জুবায়েরকে প্রাইমারী স্কুলের একটি কক্ষে আটক রাখে।

মঙ্গলবার সকালে হেমায়েতপুর ক্যাম্প পুলিশের উপস্থিাতিতে সালিশ বৈঠকের ডাক দেয়া হয়। সালিশে জুবায়েরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ৩০০ টাকা মুল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মুচলেকা নেয়া হয়। সেই সাথে এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। মারাত্মক আহত জুবায়েরকে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

বানিয়াপুকুর গ্রামের প্রধান মাতব্বর শরিয়ত জানান, গ্রামের লোকজন জুবায়েরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরে বিচার সালিশ বসিয়েছে তাই সামাজিক ভাবে তার বিচার করা হয়েছে। গ্রাম্য বিচারে আদায়কৃত টাকা কী কাজে ব্যবহার করা হবে জানতে চাইলে তিনি সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে বলেও জানান তিনি। সালিশীতে একলাখ টাকা জরিমানা করতে পারে কি না? এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

ষোলটাকা গ্রামের সাবেক মেম্বর ময়নাল হক জানান, তিনিসহ ষোলটাকা গ্রামের লোকজন জুবায়েরকে নিতে এসেছিলাম কিন্তু বানিয়াপুকুর গ্রামের সমাজপতিরা জুবায়েরকে না দিয়ে জরিমানা করেছে এবং মুচলেকা লিখে নেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকার পরও কিভাবে সালিশের নামে মারধর করে তা বোধগম্য নয়। সমাজপতিরা যে মোটা টাকা জরিমানা করেছে তা সম্পুর্ণ অবৈধ।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, জুবায়ের হোসেনের দায়ের করা মামলাটি আমলে নিয়ে ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ইতোমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। আসামীদেরকে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য আসামীদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে

সাজাপ্রাপ্তসহ ১০ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ নিয়মিত মামলার ১০ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ ও পুরানো মামলার ২ আসামিসহ ৫ জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১ আসামিসহ ২ জনকে গ্রেফতার করে।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় তিনটি থানায় দুটি চুরির, একটি ধর্ষণ চেষ্টাসহ ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দকরা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরে আপন জুয়েলার্সের চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন দুজন

আটক

মেহেরপুুর শহরের আপন জুয়েলার্সের দূর্ধর্ষ চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন দুইজনকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

এরা হলেন শহরের মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে রাজন ইসলাম (৩৫) ও শহরের হালদারপাড়া এলাকার ঝন্টুর ছেলে রাজিব।

আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে আটক করেন।

মেহেরপুর সদর তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, মামলায় জড়িত সন্দেহে তাদের দুজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা কোনো তথ্য দেইনি। তবে তাদেরকে আজকেই দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলার স্বার্থে তাদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতের কোনো এক সময় সংঘবদ্ধ চোরের দল তিন তলা বিল্ডিং এর উপর থেকে নিচে নেমে আপন জুয়েলার্সের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে ঢোকে। পরে দুটি সিন্দুক ভেঙ্গে প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণ, ১০০ ভরি রোপ্য ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

এঘটনায় আপন জুয়েলার্সের মালিক মহাদেব কুমার পাত্র বাদি হয়ে ৩৮০/৪৫৭/৪৬১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নং ২৮, তারিখ ১৭-০৯-২০২২ ইং।

মেহেরপুরে কলাক্ষেত তছরুপের মামলায় দু সহোদর গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের শ্রীগাড়ির মাঠের কলাক্ষেত কর্তনের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় খোরজেল আলী (৩৫) ও এরজেম আলী
(৪০) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

খোরজেল আলী ও এরজেম আলী সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের কতির আলীর ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মফিজুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ সোমবার দিবাগত রাতে বন্দর গ্রামে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুই ভাইকে গ্রেফতার করেন।

এর আগে চাঁদবিল গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ কলা চাষি বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ৪৪৭/৩৭৯/৪২৭ পিছি ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মেহেরপুর থানার মামলা নং ৩০, তারিখ ১৯/০৯/২০২২ ইং। মামলায় এ্ই দুই ভাইকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী অফিসার মেহেরপুৃর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মফিজুল ইসলাম বলেন, মামলাটি এফআইআর হওয়ার পর তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুইভাইকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, গত রবিবার দিবাগত রাতে চাঁদবিল গ্রামের শ্রীগাড়ির মাঠে ১০ জন কৃষকের প্রায় ২০ বিঘা জমির কলা গাছের কাঁদি থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তছরুপ করে দেয় দূর্বৃত্তরা। এঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ যুবক আটক

মেহেরপুর ২ গ্রাম হেরোইনসহ মিঠুন ইসলাম (২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আটক মিঠুন ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার শরীর থেকে ২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়।

এসআই জিল্লুর রহমান জানান, মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে রাধিকানগর গ্রামের আরআর এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে হেরোইন কেনা বেচা হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মিঠু পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়।

এঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এর ৮(ক) ধারায় সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। মামলা নং ৩৩, তারিখ ২০/০৯/২০২২ ইং।

মিঠু ইসলামকে আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ দেওয়ায় মেয়ের বাবার ১০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামে বাল্য বিবাহ দিতে গিয়ে গ্যাড়াকলে পড়েছে মেয়ের বাবা মন্টু। বাল্য বিবাহ পন্ড করে মেয়ের বাবাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভ্র্যাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিট্টেট সানজিদা বেগম।এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হযরত আলি। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে মোক্তারপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানাগেছে,দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের মন্টুর ৮ ম শ্রেণীর মেয়েকে হাতিভাঙ্গা গ্রামের মহিশের ছেলে সিহাবের সাথে বাল্য বিবাহর প্রস্তুতি চলছিল।এমন খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম ঘটনাস্থলে যান।

নির্বাহী অফিসারের আসার খবর পেয়ে ছেলে পক্ষর লোকজন পালিয়ে যায়।পরে বাল্যবিবাহর ঘটনা সত্যতা মিললে মোক্তারপুর গ্রামের মেয়ের বাবা মন্টুকে দোষী সাব্যস্ত করে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ৮ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালত।

সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারনে অনেক মা-বাবা তাদের অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেন তারাতারি। কারন এসব অভিভাবকদের চোখে ভাঁসে তাদের মেয়ে শিশুরা নিজের পরিবারে, স্কুলে, চলার পথে, বাজারে সর্বত্রই শারীরিক ও যৌন হয়রানীর শিকার হতে পারে হরহামেশাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যখন এসব শিশু কন্যাদের বিয়ে দেওয়া হয় তখন শিশু মেয়েটির নির্যাতন না কমে বরং অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ে। এসব শিশু কন্যাদের বিয়ের পরে প্রজনন শিক্ষার অভাব, সিন্ধান্ত গ্রহনের অক্ষমতা, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব তাকে আরও ভয়ংকর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। ফলে পারিবারিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি, যৌতুক দাবি, স্বামীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, এমন কি তালাকের মত ঘটনা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারনে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের বস্তিগুলোতে স্বামী পরিত্যাক্ত মায়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে একই হারে।

অথচ বয়ঃসন্ধিক্ষনের সময় পার হতেই প্রতিবেশী ও গ্রামের দেওয়ানী মাতব্বর ঐ শিশুকন্যাকে বিয়ের দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশলে চাপ দিতে থাকেন অভিভাবকদের। অনেক সময় তাদের কথা মত বিয়ে না দিলে তারা শিশুকন্যার বাবা-মাকে এক ঘরে করে রাখার ভয়ভীতিও প্রদর্শন করেন। কোন উপয়ন্তর খুজে না পেয়ে অভিভাবকেরা শিশুকন্যার বিয়ে দিয়ে দেয় এসব চাপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে। শিশুবিয়ে কৈশোরের সমাপ্তি ঘটায়, জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কে বাধ্য করে, ব্যক্তি স্বাধিনতা খর্ব করে ও ব্যক্তি সত্তার বিকশিত হতে ব্যহত করে, যা কিশোরীদের আবেগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একটি মেয়ের পরিপূর্ন্য মানবিক সত্তা

বিকশিত হতে পারে না। পাশাপাশি তারা সামাজিক ও আবেগিক সুস্থতা প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হাসান আলি।
ভ্রাম্যমান আদালতে সহযোগিতা করেন, দামুড়হুদা মডেল থানার এ এস আই মামুন ও দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সার্টিফিকেট অফিসার জিহন আলি।